নির্বাচিত কবিতা

মহীতোষ বিশ্বাস

গ্রন্থতীর্থ
প্রকাশক ও পুস্তক বিক্রেতা
৬৫/৩এ, কলেজ স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০ ০৭৩

কবিতা প্রসঙ্গে

১৬৫ টি কবিতা নিয়ে আত্মপ্রকাশ ঘটল 'নির্বাচিত কবিতা'র। ঝাড়াই বাছাই করেই কবিতাগুলি নির্বাচন করা হয়েছে। তবু জঞ্জাল যে কিছু থাকল না, তা বোধহয় বলা যাবে না। এদের মধ্য থেকে দু'চারটি কবিতাও যদি পূর্ণতার স্পর্শ অর্জন করতে পেরে থাকে, তবেই এই সংকলনের সার্থকতা।

প্রেসিডেন্সি কলেজ পত্রিকা, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা (একতা), বিদ্যামন্দির পত্রিকা, কবিপত্র, ঋতায়ণ, তরুণের স্বপ্ন, কল্যাণী, ধ্রুপদী, বর্তিকা, সাপ্তাহিক বসুমতী, সংসদ, কবি ও কবিতা, এবংবিধ, পণ, উদ্বোধন, সিঁড়ি, পরবাস, অদল-বদল, পূর্বরাগ, কারবোনারী, পাক্ষিকবার্তা প্রভৃতি পত্রিকায় এর বেশ কিছু কবিতা বিভিন্ন সময়ে প্রকাশিত হয়েছিল।

কবিতাগুলির রচনাকাল ১৯৫৬ থেকে ২০০৪ সাল। দীর্ঘ আটচল্লিশ বছরের নানা ব্যক্তিগত অনুভূতি আর অনুষঙ্গ জড়িয়ে আছে কবিতাগুলির মধ্যে। সেই মুহূর্তগুলোকে নতুন করে আস্বাদন করাই কবিতাগুলি প্রকাশের মূল লক্ষ্য। আর এই আস্বাদনে যদি কোনও সহৃদয় পাঠককে সঙ্গী পাই, তাহলে কৃতার্থ হ'ব।

জানুয়ারি, ২০০৮

মহীতোষ বিশ্বাস

সূচিপত্র

আমার পৃথিবী	১৩	জানবে না	৪১
হৃদয়-লীনা	১৪	দূরযানী	৪২
সম্ভবা	১৫	বিল	৪৩
সেদিন যখন	১৬	এখানে	৪৪
জাগবেই	১৮	বেড়িয়ে নে	৪৫
নতুন কবিতা	২০	অষ্টাদশী	৪৫
সেদিনে	২২	দিনের আলোয়	৪৬
এপার-ওপার	২২	একটি প্রত্যয়	৪৭
একান্ত	২৩	চক্রবাল	৪৮
বিস্মরণ	২৪	এখনও	৪৮
ঢেউ	২৫	দেয়াল	৪৯
প্রেসিডেন্সিতে ছুটি	২৫	তুলির স্বপ্ন	৫০
কাজল-মন	২৬	ইচ্ছার কুসুম	৫১
তবু আসি	২৭	নদীকে	৫১
সেইখানে	২৮	জানো না	৫২
মরানদী ঃ লাল মেঘ	২৯	চতুর্দশপদী	৫৩
দু'টি কথা	৩১	মগ্ন অরূপ	৫৩
একা	৩২	রূপান্তর	৫৪
উত্তরণ	৩২	যদি জানতে	৫৫
ধূপ হয়ে	৩৩	একটি পতঙ্গের সুখ	৫৫
স্বীকৃতি	৩৩	দিনরাত্রির কথা	৫৬
কথাকলি	৩৪	শিলীভূত নক্ষত্র	৫৭
নীল রাত ঃ কালো চোখ	৩৫	উদ্ভাস	৫৮
সমুদ্র-মানিক	৩৭	মুগ্ধতার মুখ	৫৯
না-বলা কথা	৩৭	লগ্ন	৫৯
চিরদিন	৩৮	রবীন্দ্রনাথ ও একটি অনুভব	৬০
ইচ্ছার অপমৃত্যু	৩৯	একটি অনুভব	৬১
যন্ত্রণা	৪০	সন্ধি	৬১
তিন স্বপ্ন	৪০	এমন বাদল দিনে	৬২

আলোয় ফিরে যাব ৬২
দ্বিতীয় জীবন ৬৩
নাম ৬৪
মেঘে মেঘে বেলা যায় ৬৪
সুবর্ণরেখা ঃ সকাল ৬৫
সূর্যের স্বদেশ ৬৬
দৃশ্য ৬৬
একটি দেহকে ভেবে ৬৭
আমি যদি ৬৮
কী যে সুখ পেলে ৬৮
অন্ধকার ৬৯
একটি শপথের জন্মলগ্নে ৭০
অবশিষ্ট চেতনায় ৭১
সূর্য-প্রণাম ৭১
তোমার প্রতিকৃতির দিকে তাকিয়ে ৭২
শৈশবে যৌবনে ৭৩
রাস্তা পেরিয়েই ৭৪
ঈশ্বরীকে প্রার্থনা ৭৪
সেই রমণীরা ৭৫
কিছুই আশ্চর্য নয় ৭৬
প্রার্থিত সঞ্চয়ে ৭৭
পুতুল ও পুতুল তোমার ৭৮
অসুখ ৭৮
হেঁটে যাও ৭৯
আশ্বিন ৮০
আমরা যারা ৮১
এগারোখান ঃ একটি প্রণাম ৮২
স্বদেশ ৮৪
নিহিত বৈভব ৮৫
অপেক্ষা ৮৬
পতিত সংসার ৮৬
নিরর্থকতায় ৮৭
কথা ৮৮
একটি সন্ধিক্ষণ ৮৮
বাঁচা ৮৯
থাক ৯০
এসো ৯১
মুছে নেব ৯১
জীবন ৯২
শায়ক ৯৩
নির্জন ৯৪
মেলানো ৯৪
দিন যায় ৯৫
অতঃপর ৯৬
কোন্ কথা ৯৭
অহং ৯৭
তৃপ্তি ৯৮
এবং আশ্চর্য ৯৯
বাঁচে ১০০
পরিণাম ১০০
লড়াই ১০১
হতাশা ১০১
খেলা ১০২
জমা ১০৩
হিসাব ১০৩
অবন্ধন ১০৪
সত্য ১০৫
ভাসমান ১০৬
স্বভাবে ১০৬
ভার ১০৭
খোঁজা ১০৮
বেঁচে থাকা ১০৮
বোঝা ১০৯
নীলকণ্ঠ ১১০
অক্ষমা ১১০
মেঘ ১১১

ফুল	১১২	এলে না	১২৭
নদী	১১৩	ব্যাপার	১২৮
ঋজু	১১৩	এই তো বেশ	১২৯
পথ	১১৪	রামকৃষ্ণদেবকে মনে রেখে	১২৯
বৃষ্টি	১১৫	নরেন	১৩০
দৃশ্য	১১৫	বহমান	১৩১
রং	১১৬	১৫ই আগস্টের ভাবনা	১৩২
বাগান	১১৭	হলুদ বাগানে	১৩৩
অদল-বদল	১১৮	লাউডগাটি	১৩৪
মূঢ়তা	১১৮	বাবাসাহেব	১৩৪
ঠিকানা	১১৯	বয়েস	১৩৫
মায়াজাল	১২০	কবি	
অমানিশা	১২০	(শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের মৃত্যুতে)	১৩৬
সংসার	১২১	শব্দ	১৩৭
গতি	১২২	শেখায়	১৩৭
ভুবন	১২৩	দাঁড়া	১৩৮
দূরে কাছে	১২৩	পড়তাই	১৩৯
আত্মক্ষয়	১২৪	বাঁচো	১৩৯
উপাখ্যান	১২৫	বিদ্যামন্দিরে বিদায় দিনে	১৩৯
যাত্রী এক	১২৬	কবে	১৪১
হেরো	১২৭	দাও	১৪৩

আমার পৃথিবী

বছর বছর ধরে আমার পৃথিবীতে বসন্ত আসে,
সূর্য নিয়ে আসে নতুন সকাল।
চৈত্রের নভচুম্বী জ্বলন্ত চিতার বুকে
জন্ম নেয় শ্যাম-পত্র জীবন উত্তাল।
আমার চোখের কোণে সুদূরের স্বপ্নছবি
মূর্ত হয়ে ওঠে,
বিক্ষিপ্ত কল্পনার বাঁধ-ভাঙা বুনো রাজহাঁস
একসঙ্গে কলকণ্ঠে গান গেয়ে ওঠে।
নিস্তব্ধ রাত্রির শান্তি নামে অমেয় বিশ্বাসে,
মৃত্যু-ক্লান্ত সারা বুক জুড়ে
জন্ম নেয় অগ্নিময় তেজঃপুঞ্জ নব কলেবর
উদাসীন বৈরাগীর ভস্মজাল ফুঁড়ে।
দুঃস্বপ্ন এখানে পথ হারায় অবিরাম
চেতনার উদার প্রান্তরে,
লুপ্তি নয়, সুপ্তি নয়, জীবন-চাঞ্চল্য ভরা
শান্ত এক নবীন অন্তরে।

এ পৃথিবীতে আমিই একক, উপভোক্তা আমি শুধু
সৌন্দর্য ইহার,
প্রতিহত অবজ্ঞার হেয় দৃষ্টি বহু বহু দূরে
ফেলে যায় নিরুপায় ব্যর্থ হাহাকার।

১৫.১১.১৯৫৬

হৃদয়-লীনা

সব কিছু দেওয়া-নেওয়া শেষ করে তুমি আজ চলে গেছ দূরে,
আকাশের নীল রঙে তবু প্রাণ খোঁজে তোমা নিঃসঙ্গ দুপুরে।
রোদে-পোড়া মরু-মনে সান্ত্বনার স্পর্শটুকু জানি আর পাবনা তোমার
কামনার কাশবনে তবু কেন ঝোড়ো হাওয়া বারবার তোলে হাহাকার।
কতবার গ্রীষ্ম এল, কত বর্ষা ব্যর্থ হয়ে নতমুখে ফিরে চলে গেল,
বিদায়ের বেদনায় কতবার নিভে গেল শরতের কাঁচাসোনা আলো।
মিছে এল মাঠে মাঠে মুঠি-ভরা অনুপম পৌষালি ছুঁই ছুঁই রোদ,
হরিতের আঁচলেতে সরিষার ফুলগুলি শুধু শুধু হইল হলুদ।
ফাল্গুনের অভিসার বারবার থেমে গেছে মিলনের মোহনায় এসে,
চৈতালি পুর্ণিমা ফিরে গেছে লজ্জাভরে একফোঁটা ম্লান হাসি হেসে।
বৈশাখ বৃথাই এসে ক্লান্ত প্রাণে দিয়ে গেল নূতনের আশাভরা ডাক,
বৃথাই শোনালো গান হৃদয়েতে অজানার স্বপ্নভরা মোহময় শাঁখ।
তোমাহীন শূন্যবুকে নিরুপায় হতাশ্বাস রুদ্ধপ্রাণে গুমরিয়া মরে,
কী যেন বেদনা-বহ্নি অনির্বাণ জ্বলে শুধু ধিকিধিকি সর্ব চরাচরে।
নরম জলের ছোঁয়ায় দুই হাতে স্বপ্নালু নদী তার বুকখানি ভ'রে
জলধির অভিসারে অবিরাম ছুটে চলে বালুভূমে, কঠিন কন্দরে।
শ্রান্ত সূর্য ডুবে গেলে, সীমাহীন অন্ধকার রাত্রির আকাশে
আমার বুকের পরে তোমার হাতের মতো ধীরে ধীরে ধীরে নেমে আসে।
নদীতটে ঝোপে ঝোপে রিম্‌ঝিম্‌ ঝিল্লি-রব ভাঙে নীরবতা,
জোনাকির আধো-আধো ইশারায় শোনা যায় কাহাদের চুপিচুপি কথা।
কত প্রাণ আসে যায়, কত প্রাণ হাসে গায়, কত প্রাণ ফিরে ফিরে চায়,
স্বপ্নের মায়া-ছোঁয়া কতপ্রাণ দুই হাতে বুকে মুখে ভরে দিয়ে যায়।
সাথি-হারা ক্লান্ত প্রাণ আমি শুধু নিরুপায় মধ্যাহ্নের জনশূন্য ঘরে
কালের সাগর তটে একা একা ঢেউগুনি চুপি চুপি সার দিন ধরে।
স্মৃতির ভেলায় চ'ড়ে কবেকার ফেলে আসা আবেশের মোহময় সুর
আসে কী আসেনা ভেসে তাই বসে চুপিচুপি ভাবি আজ বেদনা-বিধুর।

১৮.৪.১৯৫৭

সম্ভবা

সফেন সমুদ্রের মাঝে আমি যেন কোন এক
জলমগ্ন দ্বীপ। আঘাতে সংঘাতে রৌদ্রময়
সূর্যকণা অহর্নিশি ফিরেছি খুঁজিয়া।
লক্ষকোটি দানবেরা আমারে ছিনায়ে নিতে
ঢেউয়ে ঢেউয়ে ভেঙে পড়ে দিকে দিগন্তরে।
নরম জলের ছোঁয়ায় রুপালি রাত্রির অবসরে
আমার হৃৎপিণ্ডে জাগে যেন সঙ্গীতের ধারা।
ঢেউয়ে ঢেউয়ে জেগে উঠি ঃ মুঠো মুঠো সূর্যালোক
দুরন্ত আবেগে এসে চুমা দেয় সর্ব অঙ্গ ঘিরে।
গভীর রাত্রির স্তব্ধ শান্তির শান্ত্রীরা যবে
প্রহরায় ক্লান্ত হয়ে আসে ; ছোট ছোট ঢেউকণা
আমার কোলের পরে ভেঙে ভেঙে পড়ে—
ধীরে ধীরে কানে কানে কী কথা জানায়।
বালির বোঝাই তরী বুকে নিয়ে দিন কাটে,
ফুল নেই, ফল নেই, ঘাস নেই, নেই শ্যামলিমা।
একদিন উড়ে এল কোন্ এক দলছাড়া পাখি
নিটোল ঠোঁটের কোণে এককণা জীবনের বীজ।
বিশুষ্ক ধূসর দ্বীপে জেগে ওঠে প্রাণের স্পন্দন
সঙ্গীত-মুখর এক স্বপ্নালু আবেশ।

সে পাখির ঠোঁট দুটি তোমার অন্তর।

২৫.৫.১৯৫৭

সেদিন যখন

মুগ্ধ বিকেল অবেলার অবসরে
লজ্জা-রঙিন শঙ্কিত পদপাতে,
রুপালি নদীর পুষ্পিত অন্তরে
সুরভিত সুর তোলে কোন্ বেদনাতে।
স্তব্ধ গগনে লুকোচুরি আলো-ছায়া
সূর্য সোনার অভিসার মালা গাঁথে,
স্বপ্ন-চুমায় হেলে-পড়া মেঘ-কায়া
স্ফুরিত আবেশ তুলে নেয় বুকে মাথে।
ঠিকানা-হারানো তটিনীর কূলে কূলে
মূক বনানীরা জাগে কার অনুরাগে,
নিখিল-প্রিয়ার রাঙা ঠোঁট ওঠে দুলে
বাসনা-ব্যাকুল মিলন-রজনী মাগে।
ক্ষণিক রূপের রং-মাখা খেলা-ঘরে
এতকাল ধরে যত গোধূলিরা এলো,
কাঁচা সোনা যত রোদ দিল দেহ ভ'রে
সব বুঝি আজ ফিরে এলো, ফিরে এলো।
কুমারী দেহের কমনীয় ঢেউ তুলে
শুভ্র বলাকা উড়ে যায় আনমনে,
দূর দিগন্তে জল-ভরা এলোচুলে
কে যেন ঘুমায় স্বপ্নালু গৃহকোণে।

তুমি যেন কোন্ কল্প-বাসর হতে
নেমে এসেছিলে প্রাণ-ময় অনুরাগে,
ধুলো-বালি ভরা নদীতটে পথে পথে
সপ্ত-বীণার সুর-ঝঙ্কার জাগে।
কেতকী-কেশরে সুরভিত মধু-বায়ু
ছিল কী জানিনা সেদিন গগনে গগনে
উৎসবময় কোকিলের কুহু কুহু
ছিল কী ছিলনা সেদিনের মধুলগনে।
মদ-মুকুলিত তব দেহ-সৌরভে

অনামা কুসুম মেতে ওঠে বনে বনে,
মুগ্ধ ভ্রমর কৌতুকে গৌরবে
প্রণয়-পরশ চেয়েছিল নির্জনে।
নীল তটিনীতে সাধের তরণী বেয়ে
স্বপন পসারি চলে যায় দূর দেশে,
ভরা নদী তার আবেগের ছোঁয়া পেয়ে
সাগরের পানে ছুটে চলে অনিমেষে।
আমারে জ্বালায়ে জ্বালি বহ্নির লিখা
তোমারে দেখেছি মুগ্ধ আবেশ-ভরে,
দ্বিতীয়ার চাঁদে অস্ত-মলিন-শিখা
ভালো লাগে তবু বাসনার বালুচরে।
যাযাবর যত পক্ষী-মিথুন থামে
কী জানি কোথায় আকাশের কোন্‌খানে,
আমার বক্ষে মিলনের ধারা নামে
হারানোর ব্যথা তবু চোখে জল আনে।
রাঙা সন্ধ্যার বহ্নির আহ্বানে
দুইটি হৃদয় খুঁজেছিল কোন্ সুর,
হাতে হাতখানি, কথা কানে কানে
পূর্বরাগের বাসনায় ভরপুর।

বহুদিন পরে দিশেহারা পথ বেয়ে
যাই যদি ফের কভু তব সন্ধানে,
কিছু কী রবে না স্মরণের সঞ্চয়ে
ভুলে যাবে কী গো এই কথা কানে কানে!
সেদিনে যখন বসি দূর বাতায়নে
অলস গোধূলি যাপিবে মনের সুখে,
উদাসী পথিক চেয়ে রবে গৃহকোণে
দেবে না কি দেখা হাসি-মুকুলিত মুখে।
তুমি মোর দিক, উষ্ণ কোমল নীড়,
দিবসের শেষে সন্ধ্যার অবসরে,
পরাণ-বিহগ জমাইবে জেনো ভিড়
তোমারই আঁখির শান্ত-শীতল ঘরে।

২৭.৫.১৯৫৭